যুগান্তর

27 FEB 2015

বাগেরহাটে কলেজের নামকরণ নিয়ে ২৮ বছর ধরে জটিলতা

শওকত আলী বাবু, *বাগেরহাট থেকে*

বাগেরহাটে ঐতিহ্যবাহী 'ফকিরহাট কলেজ' এর নামকরণ জটিলতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দৃশ্যত থমকে আছে। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটির নামকরণ নিয়ে ২৮ বছর ধরে মামলা চলছে। ১৯৮৬ সালে এরশাদ সরকারের সময়ে ফকিরহাটের বাসিন্দা ও তৎকালীন এরশাদ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা সচিব মরহুম কাজী আজাহার আলীর নামে কলেজের নামকরণ করাকে কেন্দ্র করে সংকট শুরু হয়। নিম্ন আদালত থেকে 'ফকিরহাট কলেজ' নামকরণের পক্ষে রায় পেয়েছে বাদীপক্ষ। তবু ২৮ বছরেও নাম ফিরে পায়নি প্রতিষ্ঠানটি। গত সাত বছর ধরে উচ্চ আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় মামলাটি। এ অবস্থায় বিঘ্নিত হচ্ছে কলেজের প্রশাসনিক এবং শিক্ষা কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি কামনা করছেন। ১৯৮৬ সালে কলেজ পরিচালনা কমিটির তৎকালীন সভাপতি ও বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ফকিরহাট কলেজের নাম পরিবর্তন করে 'কাজী আজাহার আলী কলেজ' নামকরণ করেন। অভিযোগ, নাম পরিবর্তনের সময়ে জেলা প্রশাসক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণবিষয়ক সরকারি বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। এ অবস্থায় 'কাজী আজাহার আলী কলেজ' নামে প্রতিষ্ঠানটির এ নামকরণকে অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক দাবি করে ওই নামকরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং নাম বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ফকিরহাট কলেজ' পুনর্বহাল রাখার দাবিতে ১৯৯২ সালে বাগেরহাট আদালতে মামলা করা হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটির অন্যতম সদস্য ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শেখ আলী আহম্মদ বাদী হয়ে কাজী আজাহার আলী, কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, কলেজের অধ্যক্ষসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিলেন। মামলার নথি অনুযায়ী, বাগেরহাট সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের বিচারক ১৯৯৯ সালের ১৮ আগস্ট এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। আদেশে আদালত ফকিরহাট কলেজকে 'কাজী আজাহার আলী কলেজ' নামকরণ অবৈধ উল্লেখ করে ডিক্রি দেন এবং এ নামকরণ ও নামকরণকারীদের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরবর্তীতে বিবাদী পক্ষের আর্জি শুনানি শেষে ২০০৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাটের যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক নিম্ন আদালতের ওই ডিক্রি ও রায় বহাল রাখেন। কাজী আজাহার আলীর পক্ষে তার আইনজীবী কাজী জাফরুল্লাহ চৌধুরী ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ২৬ এপ্রিল উচ্চ আদালতে আপিল করেন। বাদী পক্ষের অভিযোগ, পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিবাদী পক্ষ আপিলটি নিষ্পত্তি না করে কৌশলে তা উচ্চ আদালতে ফেলে রেখে হয়রানিমূলক সময়ক্ষেপণ করছেন। নিম্ন আদালতের রায় দুটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মামলার শুনানিকালে আদালত যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে আছে, নামকরণের আগে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত না করা, সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা দিয়ে কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির নামকরণবিষয়ক সভা আহ্বান না করা, কমিটির সভায় এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়া, বিধি অনুযায়ী নামকরণে আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথাসময়ে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ কলেজ তহবিলে জমা না দেয়া প্রভৃতি। এ মামলার বাদী শেখ আলী আহম্মদ বলেন, 'বিবাদীরা নিয়মবহির্ভূতভাবে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে অপরাধ করেছিলেন। আদালত বিচার-বিশ্লেষণ করে মামলার উপযুক্ত আদেশ দেন। ফলে 'ফকিরহাট কলেজ' নামকরণ বহাল রাখতে আমার নালিশি আবেদনটি যথার্থ প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল, এরপর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় বিবাদীরা আর কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। কিন্তু বিবাদী পক্ষ গত সাত বছর ধরে সম্পূর্ণ হয়রানিমূলকভাবে মামলাটি উচ্চ আদালতে ঝুলিয়ে রেখে সময় নষ্ট করছেন। ফলে কলেজের উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কলেজের অধ্যক্ষ শেখ খায়রুল আলম বলেন, আমরা 'ফকিরহাট কলেজ' নামকরণ বহাল রাখতে চেয়েছিলাম। আমরা তা পেয়েছিও।

> ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ফকিরহাট কলেজটির নামকরণ নিয়ে মামলা চলছে

বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় প্রশাসনিক ও দাফতরিক যোগাযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে বিব্রত। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এলাকার মানুষের মান-সম্মান ও আবেগ জড়িত। এভাবে চললে আমরা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারি। আমরা দ্রুত বিষয়টি নিষ্পত্তি চাই। এ বিষয়ে কথা বলতে মরহুম কাজী আজাহার আলীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তাদের পাওয়া যায়নি।